সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ
১।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৪ টি	০৪ টি	০০ টি	০০ টি	০২ টি	০২ টি	৩১.৫৮% - ৫০%	০০	০০

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৪ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়)	১২৪২.৩১	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫
ভাটিক্যাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হসপিটাল	২০৩.২৪	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls	১৯৫২.৫০	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪
Establishment of 50 Bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute	৮০৩.০০	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়)	ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করতে বিলম্ব হয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এবং ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগসহ আসবাবপত্র , মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়ের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
Establishment of 50 Bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute	দরপত্র আহবান বিলম্ব , ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগসহ আসবাবপত্র , মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়ের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
Establishment of 50 Bedded Kidney Foundation Hospital & Research Institute প্রকল্প	
৪.১ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা : প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে ১২৩.১৯ লক্ষ টাকায় ৭৪টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত যন্ত্রপাতি ডায়ালসিস , এক্স-রে, ল্যাবে পরীক্ষাসহ আউটডোর চিকিৎসা সেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সংস্থানকৃত ৪৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি কেন	৪.১ প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ৮৩৩.০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থা ৩৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা দেয়ার কথা । কিন্তু প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের নিজস্ব অর্থের সমুদয় অর্থ (৩৫৪.৫৪ লক্ষ টাকার

সমস্যাসমূহ		সুপারিশসমূহ	
	ক্রয় করা হয়নি তার কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক বা সংস্থার প্রতিনিধি দিতে পারেনি;		স্থলে ২৪১.৬৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় না করা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় না করা সরকারের সাথে সংস্থার চুক্তির বরখেলাপ , যা মোটেও কাম্য নয়। বিষয়টি গুরুত্বে র সাথে বিবেচনা করে সংস্থা কর্তৃক উদ্দীষ্ট যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় না করা পর্যন্ত হাসপাতালের কর্ম পরিচালনের জন্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৪.২	ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল আসবাবপত্র ক্রয় না করা: প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে ৬৩.০০ লক্ষ টাকায় ১৩৮৯টি আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ৩০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯২০টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রগুলো হাসপাতালে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে আসবাবপত্র কম ক্রয় করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধির নিকট থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি;		
৪.৩	নির্মাণ কাজে ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় , প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন মূল দরপত্রের বাইরে বাস্ত বতার নিরিখে কিছু নতুন আইটেম যেমনঃ- ৪০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন, ৪০ কেভিএ বৈদ্যুতিক জেনারেটর স্থাপন , হাসপাতাল কম্পাউন্ডে সিকিউরিটি লাইট , গার্ডেন ও গেট লাইট , পাম্প মটর স্থাপন, এয়ারকুলার, পিএবিএক্স স্থাপন ইত্যাদি বৈদ্যুতিক আইটেমসমূহ ভেরিয়েশন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া নির্মাণ কাজের মধ্যে জলছাদের পরিবর্তে RCC Roof Skidding এবং Homogeneous Tiles এর পরিবর্তে Mirror Polished Tiles অন্তর্ভুক্ত করে ভেরিয়েশন করা হয়, যার মোট মূল্য দাঁড়ায় ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের ভেরিয়েশন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত জোন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন মূল দরপত্রের বাইরে কিছু নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ২০০.৮৪ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় করার পর ৭৭৮.৪৬ লক্ষ টাকা মূল চুক্তি এবং ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশনসহ নির্মাণ কাজে মোট ৯২১.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উল্লেখ্য , নির্মাণ খাতে ডিপিপিতে সংস্থান ছিল ৯১৬.৭৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডিপিপি মূল্যের চেয়ে (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩) = ৫.০৬ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় ২টি: ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশন করা এবং ৫.০৬ লক্ষ টাকা ঐ খাতে র বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি ব্যয় করা। তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বহন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সংশোধন ব্যতীত নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ভেরিয়েশন করা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়।	৪.৩	নির্মাণ অংগে নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তি ও ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশন এবং প্রাক্কলন অপেক্ষা ৫.০৬ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টির অনুমোদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হয়েছে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়। কারণ কোন নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রকল্প সংশোধন করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তা পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনে র জন্য আসতে হয়। তাই নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তি ও তার অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয় মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;
৪.৪	ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা : প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। ডাক্তার , নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় ইনডোর চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়নি;	৪.৪	ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
৪.৫	৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা : **"বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা " অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে** হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিডনী ফাউন্ডেশন ক র্তৃক যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং **৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান**	৪.৫	**সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার** মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণকারী ৩০% রোগীকে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে হাসপাতালে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই।	চাইলে জানানো সম্ভব হয়। এছাড়া বিনামূল্যে ৩০% দরিদ্র রোগীদে র সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রচারের লক্ষ্যে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সিলেট ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;
ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন অব সিলেট ডায়াবেটিক হসপিটাল প্রকল্প	
৪.৬ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ আইএমইডি 'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও **১টি** প্রকল্পের পিসিআর অনেক বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খি ত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	৪.৬ পিসিআর যথাসময়ে প্রেরণ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪.৭ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন না করা : প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতাল ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও নির্মাণ কাজ করা হয়নি। কারণ, প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর হাসপাতাল ভবনের প্রকল্পের অর্থে ৫ম তলার ফিনিশিং কাজ ও ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু **গণপূর্ত বিভাগ** বিদ্যমান হাসপাতাল ভবনের অবকাঠামো নকশা যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কারিগরি দিক বিবেচনা করে **৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে**৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি এবং **নির্মাণ খাতে ১৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। এক্ষেত্রে** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রকল্পের ভৌত কাজের বিষয়টি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা সমীচীন ছিল।	৪.৭ ভবিষ্যতে কোন প্র কল্পে পূর্ত নির্মাণে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /সংস্থা পূর্বাহ্নেই উক্ত ভবনের নকশা, লে-আউট প্রভৃতি তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি গ্রহণকালেই এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা নি তে পারতো;
৪.৮ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ না করাঃ প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন পদে মোট ৫ জন (প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ জন, সহকারী পরিচালক-১ জন, কম্পিউটার অপারেটর-১ জন, হিসাবরক্ষক-১ জন, এমএলএসএস-১ জন) কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান থাকলেও উক্ত ৫টি পদে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বিঘ্নিত হয়। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায় , প্রকল্পের কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সিলেট ডায়াবেটিক সমিতির জনবল দিয়ে পরিচালনা করা হয়।	৪.৮ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্সসহ সংশ্লিষ্ট জনবল নিয়োগের বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রত্যাশী সংস্থাকে নির্দেশনা দিবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগ দিয়ে হাসাপাতালটি চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত মেডিকেল য ন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে না যায়;
কমিউনিটি হেলথ ও হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়) প্রকল্প	
৪.৯ হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ নকশা পরিবর্তন : পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রদত্ত নকশা পরিবর্ত ন করে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নিম্নরূপ ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছেঃ ■ ভবনের অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে প্রবেশ পথের দিক পরিবর্তন করা হয়েছে; ■ ৮ তলা ভীতের পরিবর্তে ১৪ তলা ভীত ফাউন্ডেশন করায় নির্মাণ ব্যয়	৪.৯ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত হাসপাতাল ভবনের নকশা পরিবর্তন ও ৮ তলা ফাউন্ডেশনের পরিবর্তে ১৩.৮০% ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক ১৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে;

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
বৃদ্ধি পেয়েছে; ■ ডিপিপি সংস্থান অনুযা য়ী ভবনের ছাদে ৫০০০ গ্যালন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি পানির ট্যাংক নির্মাণ না করে ১০০০ লিটার পানি ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন অস্থায়ী ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে; ■ ডিজাইন পরিবর্তন করে বাথরুমের জানালাগুলো অনেক বড় রাখা হয়েছে। ২য় ও ৩য় তলার ওয়ার্ডের বাথরুমের জানালায় পরিষ্কার গ্লাস লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ ২/৩টি বাথরুমের বাইরের দু 'পাশে ইটের দেয়াল না করে পুরোটাই পরিষ্কার গ্লাস লাগানো হয়েছে। ৩য় তলায় লিফটের পাশে একটি বাথরুমের উপর ফলস ছাদ না দিয়ে উপর দিক উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।	
৪.১০ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির একজন বহিঃসদস্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী: এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ৭ জন সদস্যের মধ্যে বাইরের ২ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন বহিঃসদস্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী। দরপত্র মূল্যায়ন কাগজপত্রে তাঁর পদবী কোথাও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ) এবং কোথাও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কোথাও চাকরিতে এবং কোথাও অবসর উল্লেখ করেছেন (অনুচ্ছেদ ১৬.৪ এ প্রদর্শিত তথ্য চিত্র)। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কমিটি। সরকারের কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন অনেকগুলো বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাইলে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি;	৪.১০ প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দরপত্র মূল্যায়ন করা এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বহিঃসদস্য রাখার বিষয়টি সরকারি ক্রয় আইন-এর লংঘন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখবে;
৪.১১ সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা : ডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্র পাতি খাতে জিওবি অর্থে ১৩৪.৯৭ লক্ষ টাকায় ৭৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে জিওবি অর্থে ক্রয়ের জন্য ৭৩টি যন্ত্রপাতির দরপত্রের দর ২২৯.৮২ লক্ষ টাকা দাখিল করা হয় অর্থাৎ ডিপিপি মূল্য অপে ক্ষা ৯৪.৮৫ লক্ষ টাকা (৭০.২৭%) বেশি। ফলে যন্ত্রপাতির বাজারমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে পিপিআর ২০০৮ সালের বিধি ৯৮ উপ-বিধি ২৫ অনুসরণে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যপ্তি হ্রাস করে ডিপিপি সংস্থানকৃত অর্থে (১৩৪.৭৯ লক্ষ টাকা) ৭৩টির স্থলে ৫৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে ক্রয়ের ব্যপ্তি হ্রাস করা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। অপরদিকে, পিসিআর-এ সংস্থার নিজস্ব অর্থ ৩৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও উক্ত অর্থ ব্যয়ে কি কি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানাতে পারেননি।	৪.১১ ডিপিপি সংস্থানকৃত জিওবি অর্থের মেডিকেল যন্ত্রপাতি কেন কম ক্রয় করা হয়েছে, মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে। সেই সাথে ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতিসমূহ দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে;
৪.১২ নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না করাঃ পিসিআর -এ প্রকল্পের নির্মাণ অংগের সকল অর্থ ব্যয় এবং বাস্তব কাজ ১০০% উল্লেখ করা হলেও জুন ২০১৫-এ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৮ মাস পরও পরিদর্শনকালে দেখা যায় , ভবনের নিম্নবর্ণিত কাজ বাকি রয়েছেঃ ■ ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন টানা ও সুইচ বোর্ড , বৈদ্যুতিক ফ্যান লাগানো কাজ সমাপ্ত হয়নি; ■ হাসপাতাল ভবনের বিদ্যুৎ লোড অনুযায়ী বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হয়নি; ■ বেইজমেন্টের ফিনিশিং কাজ বাকি রয়েছে;	৪.১২ জুন ২০১৫-এ প্রকল্প কার্যক্রম ১০০% সমাপ্ত দেখানো এবং ব্যয় ১০০% প্রদান দেখানোর ৮ মাস পরও অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ভবনের সম্মুখের এপ্রোচ রোড, ভবনের ছাদে আরসিসি পানির ট্যাংক, লিফট স্থাপন কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত না হওয়া এবং পিসিআর-এ সকল অংগের ব্যয় প্রদর্শন করা পিপিএ-২০০৬ ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
■ লিফট স্থাপন করা হলেও ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে; ■ ভবনের সামনের এপ্রোচ রোড কাজ বাকি রয়েছে; ■ ভবনের অনেক স্থানে দেয়ালে প্লাস্টার এবং ফিনিশিং রং করা হয়নি; ■ বাউন্ডারী ওয়ালের নির্মাণ কাজ মাত্র শুরু করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে তা অবহিত করবে;
৪.১৩ চিকিৎসা সেবা চালু না করা : প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়নি। ডাক্তার , নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় চিকিৎসা সেবা চালু হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ফলে হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও বেডগুলোর যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়নি;	৪.১৩ হাসপাতালের সমুদয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে চিকিৎসা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, হাসপাতাল বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ/স্থাপন করতে হবে
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girl's প্রকল্প	
৪.১৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সু নির্দিষ্ট নয় : প্রকল্পের মূল কাজ প্রবীণ নিবাস এবং সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী কিশোরীদের পুনর্বাসন , যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ। তবে পশু পালন , হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন , পাখি পালন ইত্যাদি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কি ত নয়। এছাড়া এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবীণ নিবাসের পাশাপাশি রাখা কোনক্রমেই যৌক্তিক নয়;	৪.১৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় হবে। প্রকল্পটি র বাস্তবায়নোত্তর কার্যক্রম বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বৃদ্ধদের আবাসন সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
৪.১৫ প্রবীণ নিবাসে আবাসন সুবিধা/সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধি মেয়েদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা বৃহৎ পরিসরে শুরু না করা : প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রবীণ নিবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এ বিষয়ে এখনও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা নেই;	৪.১৫ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির যথাযথ ব্যবহারের স্বার্থে প্রবীণ নিবাস ও বিভিন্ন ট্রেডে মহিলাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রচার - প্রচারণা জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকা , লিফলেট, প্রয়োজনে জাতীয় পত্রিকা , রেডিও/টিভিতে এর প্রচারণা করা যেতে পারে;
৪.১৬ নির্মিত প্রবীণ নিবাসের সম্মুখে সিটিজেন চার্টার না থাকা : সদ্য নির্মিত প্রবীণ নিবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে র সম্মুখে এখনও কোন সিটিজেন চার্টার নেই;	৪.১৬ নির্মিত প্রবীণ নিবাস /পুনর্বাসন কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা ভবনের সামনে ঝুলাতে হবে। এছাড়া সরকারি অর্থে এ স্থাপনাটি নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখসহ ৩০% গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান বিষয়ে সকলের দৃষ্টিগোচরে সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;
৪.১৭ ফিজিওথেরাপিসহ সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃদ্ধদের পরিচর্যার সুবিধাদির অভাব : প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ কেবল শেষ হলো। Old Home-কে কার্যকরী করার লক্ষ্যে ফিজিওথেরাপিসহ সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃদ্ধদের পরি চর্যার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেয়ার টেকার সুবিধা এখনও সৃষ্টি করা হয়নি।	৪.১৭ সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা প্রবীণ নিবাসে আশ্রিত বৃদ্ধদের জন্য সার্বক্ষণিক কেয়ার টেকার এর সুযোগ এবং প্রবীণ নিবাস সংলগ্ন ডিবিকেপি -কমিউনিটি হসপিটাল এর সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

Establishment of 50 beded Kidney Foundation Hospital & Research Institute, Pabna শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : বনগ্রাম, সাঁথিয়া, পাবনা

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও কিডনি ফাউন্ডেশন, পাবনা

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
১১৮৭.৬০ ৮৩৩.০৬ (৩৫৪.৫৪)	--	১০৪৪.৬৮ ৮০৩.০০ (২৪১.৬৮)	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	--	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫*	--	১ বছর (৫০%)

* ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	জন	১০	-	২৫.২০	২৫.২০	১০	-	৫.৮৮	৫.৮৮
২	বিবিধ	থোক	-	-	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০
৩	ভূমি ক্রয়	শতাংশ	১.১১	-	৯.১৮	৯.১৮	১.১১	-	৯.১৮	৯.১৮
৪	নির্মাণ (৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা ভবন নির্মাণ)	বঃমিঃ	৬৬৯০	৮১৬.৭৩	১০০.০০	৯১৬.৭৩	৬৬৯০	৮০৩.০০	১০০.০০	৯০৩.০০
৫	মেডিকেল যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৭৪	-	১২৩.১৯	১২৩.১৯	২৬	-	৬৯.০০	৬৯.০০
৬	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৩৮৯	-	৬৩.০০	৬৩.০০	৯২০	-	৩০.৬২	৩০.৬২
৭	যানবাহন (এ্যাম্বুলেন্স)	সংখ্যা	১	-	২৫.০০	২৫.০০	১	-	২৫.০০	২৫.০০
৮	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	থোক	-	৮.১৭	৩.৪৭	১১.৬৪	-	-	-	-
৯	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	-	৮.১৬	৩.৪৮	১১.৬৪	-	-	-	-
	মোটঃ			**৮৩৩.০৬**	**৩৫৪.৫৪**	**১১৮৭.৬০**		**৮০৩.০০**	**২৪১.৬৮**	**১০৪৪.৬৮**

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগ বাস্তবায়ন করা হলেও ৭৪টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ২৬টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। অপরদিকে, আসবাবপত্র অংগে ১৩৮৯টি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ৯২০টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ডিপিপি সংস্থানের চেয়ে কম ক্রয় করা হয়েছে এবং এ ২টি অংগে কম অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র অংগের ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কেন ব্যয় করা হয়নি অর্থাৎ ডিপিপিতে উল্লিখিত সংখ্যক আসবাবপত্র

ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি কেন কম ক্রয় করা হয় তার যথাযথ কোন ব্যাখ্যা পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক বা সংস্থার প্রতিনিধি দিতে পারেননি। উল্লেখ্য, পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন ব্যাখ্যা নেই।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ **প্রকল্পের পটভূমি:** পাবনা জেলায় কিডনী রোগের চিকিৎসার জন্য সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে পাবনা থেকে এই ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা করাতে রোগীদের ঢাকা যেতে হতো। এতে রোগীদের শারীরিক, মানসিক, মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়ে চরম দুর্ভোগ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার বনগ্রাম এলাকায় ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের পাশে ২০০৮ সালে "কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ ও কিডনী রোগের চিকিৎসা প্রদান, প্রতি ৩ মাস পর পর কিডনী রোগ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প পরিচালনা, প্রতি মাসে পোলিও টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা, জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন, স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে রোগী বাড়ি গিয়ে রক্ত সংগ্রহপূর্বক কিডনী রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক সংলগ্ন হওয়ায় পাবনা জেলাসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা হতে অতি সহজে, স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে রোগীরা কিডনী রোগের চিকিৎসা সুবিধা দিয়ে আসছে। প্রথম পর্যায়ে সীমিত পরিসরে প্রতিদিন গড়ে ২৫/৩০ জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। কিডনী রোগ সংক্রান্ত প্রতিটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে আগত প্রায় ১৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিত আউটডোর চিকিৎসা সেবা চালু করা হয় এবং জটিল কিডনী রোগের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য ঢাকাস্থ কিডনী ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা হয়। পাবনা ও পার্শ্ববর্তী জেলার কিডনী রোগীদের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় যৌথভাবে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) পাবনায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণের মাধ্যমে কিডনী রোগীদের ইনডোর, আউটডোর ও সার্জিকেল সেবা প্রদান করা;
খ) কিডনী রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জনসাধারণকে পরিচিতি করা;
গ) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
ঘ) নিকটাত্মীয় কিডনী রোগে আক্রান্তদের কিডনী দান করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা; এবং
ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটির উপর ০৫/০৬/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রকল্পটি মোট ১১৮৭.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৩৩.০৬ লক্ষ টাকা, কিডনী ফাউন্ডেশন- ৩৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩/০৬/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:** প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পের প্রধান অংগ ৬ তলা ভিতের উপর ৬,৬৯০ বর্গমিটার এরিয়া বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করতে বিলম্ব হয়েছে। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এবং ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগসহ আসবাবপত্র, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা	(টাকা)	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১২-২০১৩	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪৫৩.০০	৪৫৩.০০	-	৪৫৩.০০	৪৫৩.০০	৪৫৩.০০	-
২০১৪-২০১৫	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	-
মোট:	**৮০৩.০০**	**৮০৩.০০**	-	**৮০৩.০০**	**৮০৩.০০**	**৮০৩.০০**	**-**

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব মোঃ আবেদ করিম উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা	০১/১০/২০১২	৩১/১২/২০১৪
০২	জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা	০১/০১/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫

১১। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদ ন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;
(গ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

(ক) ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬৬৯০ বর্গমিটার কিডনী হাসপাতাল ভবন ও সাব-স্টেশন নির্মাণ;
(খ) ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়;
(গ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়; এবং
(ঙ) ১টি জেনারেটর ক্রয়।

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ১২/০৩/২০১৬ তারিখে পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয় । পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, গণপূর্ত বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি ও কর্তব্যরত চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

কিডনী হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার আউটডোরে রোগী দেখছেন

কিডনী রোগে আক্রান্ত রোগীদের ডায়ালসিস চিকিৎসা করা হচ্ছে

১৪। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ :** প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন , প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

১৪.১ **নির্মাণ কাজ:** প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা কিডনী হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯১৬.৭৩ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮১৬.৭৩ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব- ১০০.০০ লক্ষ টাকা) সংস্থান ছিল। নির্মাণ খাতে মোট ৯০৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮০৩.০০ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব- ১০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা কিডনী হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ বাহ্যিকভাবে ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩ তলা হাসপাতাল ভবন

১৪.২ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের আওতায় কিডনী হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৭৪টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ডিপিপিতে ১২৩.১৯ লক্ষ টাকা (সংস্থার নিজস্ব) সংস্থানের বিপরীতে ৬৯.০০ লক্ষ টাকায় ২৬টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি এবং পুরো অর্থ ব্যয় করা হয়নি। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২০/০৭/১৪ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় ২২/০৭/১৪ তারিখে এবং ২৩/০৭/১৪ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২১/০৮/১৪ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ১৭টি দরপত্র জমা পড়ে। তন্মধ্যে ১১টি রেসপনসিভ হয় এবং ৬টি নন-রেসপনসিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১৯/১০/১৪ তারিখে সভা আহবান করে মেসার্স আরডেন্ট লিমিটেড-এর দর সর্বনিম্ন হওয়ায় তার অনুকূলে সুপারিশ প্রদান করে। ১৫/১২/১৪ তারিখে NOA প্রদান করা হয় এবং কাজ সমাপ্ত করার জন্য ৯০ দিনের সময় দিয়ে ৩০/১২/১৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশে বর্ণিত সময় অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেডিকেল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে যন্ত্রপাতিগুলো অপারেশন থিয়েটারসহ হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে কিছু যন্ত্রপাতি এখনো ঢাকাস্থ কিডনী ফাউন্ডেশনে মজুদ রয়েছে।

Complete Blood Count (CBC) machine

Biochemical Machine

Microscope

হাসপাতালে ব্যবহৃত প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত এক্সরে মেশিন

১৪.৩ **আসবাবপত্র ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের ব্যবহারের জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৬৩.০১ লক্ষ টাকায় ১৩৮৯টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে ৩০.৬২ লক্ষ টাকায় ৯২০টি আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সবগুলো আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি এবং পুরো টাকা ব্যয় করা হয়নি। আসবাবপত্র কম ক্রয় ও টাকা কম ব্যয়ের বিষয়টি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি কিছু জানাতে পারেনি। পরিদর্শনকালে ক্রয়কৃত আসবাবপত্র হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে দেখা গেছে।

প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, যা বর্তমানে কিডনী হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে

১৪.৪ **যানবাহন:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে দাপ্তরিক কার্যাবলী ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থে ২৫.০০ লক্ষ টাকায় ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, এ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকায় কিডনী ফাউন্ডেশনে রাখা হয়েছে। তবে ঢাকায় কেন রাখা হয়েছে এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ কিছুই জানাননি।

১৫। নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা: প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা কিডনী হা সপাতাল ভবন (ভৌত নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ও বিদ্যুতায়ন, বহির্বিদ্যুৎ, সাব-স্টেশন রুম, আরসিসি এ্যাপোচ রোড, ৩০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, সৌর বিদ্যুৎ) নির্মাণের জন্য ৭৯২.৬৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস -এ ১৮/০১/২০১৩ তারিখে ও দৈনিক সমকাল পত্রিকায় ২০/০১/২০১৩ তারিখে এবং সিপিটিইউ ও গণপূর্ত বিভাগে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২০/০২/২০১৩ এবং উক্ত তারিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৪টি দরপত্র জমা পড়ে, তন্মধ্যে ৩টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ০৩/০৪/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র কমিটি সকল দরপত্র মূল্যায়ন করে মেসার্স সাজিন এন্টা রপ্রাইজ-এর দর সর্বনিম্ন হওয়ায় দরপত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক দরপত্র অনুমোদন করেন। ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ১৩/০৫/২০১৩ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্র তিষ্ঠানকে ৭৭৮.৪৬ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন মূল দরপত্রের বাইরে কিছু নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ২০০.৮৪ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় করার পর ভেরিয়েশনসহ নির্মাণ

কাজে মোট ৯২১.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যা ডিপিপিতে নির্মাণ অংগে সংস্থান থেকে (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩)= ৫.০৬ লক্ষ টাকা বেশি ছিল। কার্যাদেশে কাজ সমাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ ১২ মাস অর্থাৎ ১৩/০৫/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪ মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়। গণপূর্ত বিভাগ থেকে ভবনটি জুন, ২০১৫ মাসেই প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৬। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) পাবনায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণের মাধ্যমে কিডনী রোগীদের ইনডোর , আউটডোর ও সার্জিকেল সেবা প্রদান করা;	পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা কিডনী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। হাসপাতাল নির্মাণের পর আউটডোরে চিকিৎসা সেবা, এক্স-রে, ডায়ালসিস, ল্যাব পরীক্ষা চালু হয়েছে। তবে হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবল নিয়োগ না করায় ইনডোর চিকিৎসা সেবা এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি;
খ) কিডনী রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জনসাধারণকে পরিচিতি করা;	কিডনী রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আউটডোরে আগত রোগী ও সমাজকর্মীদের সাপ্তাহিক ওপিডি ওরিয়েন্টেশন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;
গ) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	ঢাকায় কিডনী ফাউন্ডেশনে ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। তাছাড়া ল্যাব টেকনিশিয়ান ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে;
ঘ) নিকটাত্মীয় কিডনী রোগে আক্রান্তদের কিডনী দান করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা ; এবং	ইনডোর চিকিৎসাসহ হাসপাতাল পুরোপুরি চালু হলে কিডনী রোগে আক্রান্তদের কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য নিকটাত্মীয় সুস্থ ব্যক্তিরা যাতে কিডনী রোগীকে কিডনী দানসহ সার্বিক সহযোগীতা করেন, সেজন্য জনগণকে উৎসাহ দেয়ার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হবে;
ঙ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।	প্রকল্প পরিচালক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, হাসপাতালে গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে না। তাছাড়া কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়ে হাসপাতালের কোথাও সাইনবোর্ড টানানো হয়নি।

১৭। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

(ক) প্রকল্পের অর্জন:

১৭.১ **পাবনা জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় জনগণের জন্য কিডনী রোগের চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ:** পাবনা জেলা ও এর আশে-পাশের জেলার কিডনী রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও এ রোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের আতাইকুলা নামক স্থানে প্রকল্পের আওতায় কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কিডনী আক্রান্ত রোগীরা এ হাসপাতালে প্রতিদিন বহির্বিভাগে উন্নত পরিবেশে ও উন্নত মেডিকেল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কিডনী রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা, রক্ত পরীক্ষা, ইউরিন পরীক্ষা, কিডনী ডায়ালসিস, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রামসহ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছে। অন্যান্য বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকের তুলনায় এখানে সুলভমূল্যে কিডনী রোগ ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। হাসপাতাল নির্মাণের পর থেকে কিডনী ডায়ালসিস, আউটডোর ও ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ডায়ালসিস সেবা নিতে আগত রোগীরা জানান, এ হাসপাতাল অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং কর্তব্যরত ডাক্তার-নার্স রোগীদের নিয়মিত সেবা দিচ্ছে। তবে হাসপাতালে গরীব রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে না। তাছাড়া কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়ে হাসপাতালের কোথাও সাইনবোর্ড টানানো হয়নি বা কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়ে কোন রেজিষ্ট্রার/রেকর্ড পাওয়া যায়নি।

(খ) সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৭.২ **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা:** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে ১২৩.১৯ লক্ষ টাকায় ৭৪টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত যন্ত্রপাতি ডায়ালসিস, এক্স-রে, ল্যাবে পরীক্ষাসহ আউটডোর চিকিৎসা সেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সংস্থানকৃত ৪৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি কেন ক্রয় করা হয়নি তার কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক বা সংস্থার প্রতিনিধি দিতে পারেনি;

১৭.৩ **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল আসবাবপত্র ক্রয় না করা :** প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে ৬৩.০০ লক্ষ টাকায় ১৩৮৯টি আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ৩০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯২০টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রগুলো হাসপাতালে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। তবে আসবাবপত্র কম ক্রয় করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধির নিকট থেকে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি;

১৭.৪ **নির্মাণ কাজে ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ঃ** দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন মূল দরপত্রের বাইরে বাস্তবতার নিরিখে কিছু নতুন আইটেম যেমনঃ- ৪০০ কেভিএ সাব-স্টেশন স্থাপন, ৪০ কেভিএ বৈদ্যুতিক জেনারেটর স্থাপন, হাসপাতাল কম্পাউন্ডে সিকিউরিটি লাইট, গার্ডেন ও গেট লাইট , পাম্প মটর স্থাপন , এয়ারকুলার, পিএবিএক্স স্থাপন ইত্যাদি বৈদ্যুতিক আইটেমসমূহ ভেরিয়েশন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া নির্মাণ কাজের মধ্যে জলছাদের পরিবর্তে RCC Roof Skidding এবং Homogeneous Tiles এর পরিবর্তে Mirror Polished Tiles অন্তর্ভুক্ত করে ভেরিয়েশন করা হয়, যার মোট মূল্য দাঁড়ায় ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের ভেরিয়েশন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী , রাজশাহী গণপূর্ত জোন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ চলাকালীন মূল দরপত্রের বাইরে কিছু নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ২০০.৮৪ লক্ষ টাকার ভেরিয়েশন করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় করার পর ৭৭৮.৪৬ লক্ষ টাকা মূল চুক্তি এবং ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশনসহ নির্মাণ কাজে মোট ৯২১.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। উল্লেখ্য, নির্মাণ খাতে ডিপিপিতে সংস্থান ছিল ৯১৬.৭৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডিপিপি মূল্যের চেয়ে (৯২১.৭৯-৯১৬.৭৩) = ৫.০৬ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয় ২টি: ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশন করা এবং ৫.০৬ লক্ষ টাকা ঐ খাতের বরাদ্দ অপেক্ষা বেশি ব্যয় করা। তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যা শী সংস্থা কর্তৃক বহন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সংশোধন ব্যতীত নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ভেরিয়েশন করা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়।

১৭.৫ **সংস্থার অর্থ পুরোপুরি ব্যয় না করা:** আসবাবপত্র ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ক্রয় না করে কম পরিমাণ ক্রয় করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কোন ব্যাখ্যা না দিতে পারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিওবি অংশের সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সংস্থার অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে উদাসীন ছিল যা কোনভাবেই কাম্য নয়;

১৭.৬ **ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু না করা:** প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করা হয়নি। ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় ইনডোর চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হয়নি;

১৭.৭ **ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে সরবরাহ না করা :** হাসপাতালে রোগী আনা -নেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হলেও এখনো হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে জরুরি ভিত্তিতে রোগী পরিবহন, ডাক্তারদের আসা-যাওয়া করতে অসুবিধা হচ্ছে। এ্যাম্বুলেন্স কেন হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়নি সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প পরিচালক বা সংস্থার প্রতিনিধি কিছু বলতে পারেনি;

১৭.৮ **৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা:** "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা " অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিডনী ফাউন্ডেশন কর্তৃক যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্র দান উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই।

১৮। সুপারিশ:

১৮.১ প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের ৮৩৩.০৬ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থা ৩৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা দেয়ার কথা। কিন্তু প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের নিজস্ব অর্থের সমুদয় অর্থ (৩৫৪.৫৪ লক্ষ টাকার

স্থলে ২৪১.৬৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় না করা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় না করা সরকারের সাথে সংস্থার চুক্তির বরখেলাপ, যা মোটেও কাম্য নয়। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সংস্থা কর্তৃক উদ্দীষ্ট যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় না করা পর্যন্ত হাসপাতালের কর্ম পরিচালনের জন্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৭.২ ও ১৭.৩ দ্রষ্টব্য);

১৮.২ নির্মাণ অংগে নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তি ও ২০০.৮৪ লক্ষ টাকা ভেরিয়েশন এবং প্রাক্কলন অপেক্ষা ৫.০৬ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টির অনুমোদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হয়েছে কি-না তা বিবেচ্য বিষয়। কারণ কোন নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে প্রকল্প সংশোধন করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তা পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য আসতে হয়। তাই নতুন আইটেম অন্তর্ভুক্তি ও তার অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয় মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৪ দ্রষ্টব্য);

১৮.৩ ডায়াবেটিক রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাশীঘ্র ইনডোর সুবিধা পুরোপুরি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৫ দ্রষ্টব্য);

১৮.৪ রোগীদের জরুরি সেবা প্রদানের জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব এ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৬ দ্রষ্টব্য);

১৮.৫ হাসাপাতাল দ্রুত চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সংগৃহীত মালামাল নষ্ট হয়ে না যায়;

১৮.৬ হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হলে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয় (অনুচ্ছেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য);

১৮.৭ হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিডনী ফাউন্ডেশন'র যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং বিনামূল্যে ৩০% দরিদ্র রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৭ দ্রষ্টব্য);

১৮.৮ ১৮.১ থেকে ১৮.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girl's শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া (বটতলা মোড়)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি)

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১৪ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূলপ্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল -জিওবি -সংস্থা	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৯৪.১০ - -	-	১৯৫২.৫০	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর২০১৪	-	জলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	-	-

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে)** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) রাজস্ব					
	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	২০.০০	৬৮	২০.০০	৭০
	কর্মসূচী ব্যয়	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০	থোক
	সানড্রি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
	উপমোট:		**৭৫.০০**		**৭৫.০০**	
	(খ) মূলধন					
	যন্ত্রপাতি (জিওবি ৫৫.০০ লক্ষ ও ডিবিকেপি ৯৭.০০ লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	১৫২.০০	১৯	১৫২.০০	১৯
	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২০.০০	২০০	২০.০০	২০০
	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১০.০০	৬১	১০.০০	৬১
	জমি ক্রয়/জমি মূল্য	ডেসিমেল	১৯৮.০০	১৮	১৯৮.০০	১৮
	নির্মাণ ব্যয় (জিওবি অর্থ)	বর্গফুট	১৫০০.০০	৫৫০০০	১৪৭৭.৫০	৫৫০০০
	উপমোট:		**১৮৮০.০০**		**১৮৫৭.৫০**	
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী (জিওবি অর্থের ১%)	থোক	১৯.৫৫	থোক	-	থোক
	প্রাইজ কন্টিনজেন্সী (জিওবি অর্থের ২%)	থোক	১৯.৫৫	থোক	-	থোক
	সর্বমোট:		**১৯৯৪.১০**	**১০০%**	**১৯৩২.৫০**	**১০০%**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ**

৭.১ **পটভূমি:** বাংলাদেশে প্রায় ৭২ লক্ষ (মোট জনসংখ্যার ৬%) লোক বয়:বৃদ্ধ। বয়:বৃদ্ধরা বিভিন্ন রো গে আক্রান্ত ও নানা সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বয় :বৃদ্ধ জনগণ তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করে থাকে , তবে অধিকাংশ পরিবার দরিদ্র হওয়ায় সাধারণত বয়:বৃদ্ধরা অবহেলার শিকার হয়। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে পতিতাপল্লী উৎখাতের পর পতিতাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না করায় এ এলাকাটি ভাসমান পতিতাদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এক্ষণে, বয়:বৃদ্ধ জনগণ ও ভাসমান যৌনকর্মীদের প্রয়োজন ও অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য:** প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) প্রস্তাবিত সেফ হোমের মাধ্যমে প্রতিবছর ২০০ জন বৃদ্ধ মহিলা ও ৩০০ জন বৃদ্ধ পুরুষকে নিরাপদ আবাসন হিসেবে পুনর্বাসন করা;
(খ) বাস্তব চাহিদা সম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা দ্বারা প্রতিবছর ৭০০ জন সামাজিকভাবে বঞ্চিত প্রতিবন্ধী মেয়েকে কারিগরি এবং চাহিদানুগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
(গ) পুনর্বাসন কেন্দ্রে বহুবিধ উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ গুরু পালন , মৌমাছি পালন, ক্ষুদ্র পোল্ট্রি, ছাদে বাগান তৈরী , হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন পাখির পালন ইত্যাদি চালুকরণ, যার দ্বারা নিবাসীগণকে কর্মব্যস্ত ও প্রাণচাঞ্চল্য রাখা;
(ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়েদের পরিবারে , কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে মানসম্মানসহ বসবাসের উপযোগী করা;
(ঙ) বৈষম্য সহিংসতা দূর করে সামাজিক শৃংখলা উন্নয়ন করার জন্য জেন্ডার ইক্যুইটি উন্নয়ন ও কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং
(চ) দু:স্থ বৃদ্ধগণ এবং সামাজিক প্রতিবন্ধীগণের জন্য নুন্যতম ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা :** "Establishment of Multipurpose Rehabilitation Center for Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls" শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১১/১০/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৯৯৪.১০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১৫৮৬.১০ লক্ষ টাকা, প্রত্যাশি সংস্থার (দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ -ডিবিকেপি) অবদান ৪০৮.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন :** আইএমইডি কর্তৃক ১১/০৪/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকা (চনপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এবিএম সফিকুল হায়দার, উপ-প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালক, জনাব আব্দুল খালেক, চেয়ারম্যান, ডিবিকেপি এবং জনাব আব্দুছ ছালাম , পরিচালক, ডিবিকেপি উপস্থিত ছিলেন।

৯। **অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

(ক) **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি:** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ডিবিকেপি এর অর্থায়নে ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োগের সংস্থান ছিল। এ সকল জনবল প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা , প্রকল্পভুক্ত কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং আলোচ্য প্রকল্প সংলগ্ন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম চালু করার কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। এ অংগে সংস্থানকৃত প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে ২০.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

(খ) **কর্মসূচী ব্যয়:** কার্পেন্টারী (উড ওয়ার্ক), হ্যান্ডি ক্রাফ্ট (বাঁশ, বেত ও স্ট্র কার্ড), ব্লক প্রিন্ট, বাটিক ও এমব্রয়ডী এবং টেইলারিং এ ৪টি ট্রেডে ০১/০৩/২০১১ তারিখ হতে সকাল /বিকেল ২টি সেশনে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলেছে। সংশ্লিষ্ট হাজিরা খাতায় দেখা যায় যে , প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে ৩ মাস মেয়াদে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষক ডিবিকেপি কর্তৃ ক নিয়োগকৃত ছিলেন। প্রথমদিকে প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফরম ছিল না। পরবর্তীতে ভর্তি ফরম ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট এবং মাইকিং করে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয়। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্র /ছাত্রীর ফলো-আপের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ সামগ্রী , রিসোর্স পারসনর্সদের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

(গ) **যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:** প্রকল্পের আওতায় লিফট, জেনারেটর, সাব-স্টেশন, এয়ার কন্ডিশনার (৫টি) এবং টেলিভিশন (১০টি) ক্রয়ের সংস্থান ছিল। সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ ১৫২.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

(ঘ) **আসবাবপত্র ক্রয়:** নির্মিত ভবনে কমিউনিটি সেন্টার কাম -সভাকক্ষ, বৃদ্ধাশ্রম, বৃদ্ধাশ্রমের অফিস ও কেন্টিন , অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরী , প্রশিক্ষণ কক্ষ ইত্যাদির জন্য প্রত্যাশী সংস্থার অর্থে ডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী ২০০টি ফার্নিচারের বিপরীতে প্রয়োজনীয় আসবাবপ ত্র ক্রয় করা হয়েছে। এ খাতে ২০.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

(ঙ) **নির্মাণ খাত:** ১৩ তলা ফাউন্ডেশনে ১১ তলা বিশিষ্ট প্রায় ৫৫০০ বর্গফুট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নীচতলায় গাড়ীর গ্যারেজ, ২ তলায় কনফারেন্স রুম ও কমনরুম , ৩ থেকে ৬ তলায় বৃদ্ধাশ্রম ও তাদের আনুষঙ্গিক সু বিধাদি, ৭ তলায় অফিস কক্ষ, ৮ তলায় কাউন্সিলিং, ৯ তলায় প্রশিক্ষণার্থীদের ডরমেটরী এবং ১০-১১ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নোত্তর প্রণীত কর্মপরিকল্পনা (যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত) অনুযায়ী এ সকল সুবিধাদি রাখা হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে নির্মাণখাতে প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা হতে ১৪৭৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(চ) **প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি:** বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য ৬১টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ১০.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য নতুন সংগ্রহকৃত টেইলারিং যন্ত্রপাতির মজুদ দেখা গেছে।

১০। **পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য:**

১০.১ **পরিদর্শন:** নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাস্থ ডেমরা বাজার সন্নিকটস্থ চনপাড়া (বটতলা মোড়) নামক এলাকা হতে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর দিকে প্রকল্পটির অবস্থান। চনপাড়া জনবহুল এলাকা পেরিয়ে উত্তর ও পূর্বে বিশাল খোলা ফসলের মাঠের প্রান্তে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত প্রবীণ নিবাস (Old Home) এর অবস্থানটি স্ট্রাটেজিক হয়েছে। তবে প্রবীণ নিবাস এর প্রচারণা বিষয়ে বটতলা মোড়ে সকলের দৃষ্টি গোচরে কোন বিজ্ঞপ্তি বা সাইনবোর্ড দেখা যায়নি।

প্রকল্পের আওতায় নির্মি ত ১১ তলা ভবনটি দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। বাহ্যিকভাবে নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে। বৃদ্ধাশ্রম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৫ জন বৃদ্ধা ভর্তি অবস্থায় পাওয়া গেছে। আরও ভর্তির জন্য অপেক্ষমান আছেন। প্রতিনিয়ত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে। ২ জন বৃদ্ধার সাথে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের পরিচয় নিম্নরূপ:

নাম ও মোবাইল নম্বর	ঠিকানা	অবস্থানকাল	কিভাবে এসেছে
সৈয়দা নাসরিন হায়দার মোবা: ০১৭৭০১৮২৫৬৩	বদরগঞ্জ, রংপুর	১ মাস ১৪ দিন	হিতৈষী সংঘ থেকে জেনে এসেছে।
আছিয়া খাতুন স্বামী: মৃত হযরত আলী মোবা: ০১৯৩৬০৭১২১৩	বরগুণা	২১ দিন	সরাসরি ছেলে এনে রেখেছেন

এ প্রবীণ নিবাসে মাসিক খরচ ৫০০০/- টাকা। এ অর্থে তিন বেলা কমনরুমে ১টি দৈনিক পত্রিকা, ১টি টেলিভিশন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। খাবার মান চলনসই মর্মে আশ্রিত বৃদ্ধাগণ জানান। নির্মিত ভবনের পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের নীচতলায় ৪টি ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস দেখা গেছে। প্রকল্পভুক্ত ভবনে টেইলারিং কাজের জন্য সংগৃহীত সেলাই মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এর স্তুপ দেখা গেছে , যা ভবনটি চালু হলে যথাযথ ব্যবহার করা হবে মর্মে উপস্থিত প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানান। চলতি অর্থবছর ব্য তিরেকে বিগত অর্থবছরের সকল অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা গেছে এবং কোন অডিট আপত্তি ছিল না।

চিত্র-১: ডিবিকেপি-কমিউনিটি হসপিটাল (মূল ভবন)

চিত্র-২: আশ্রিতগণের থাকার রুম

চিত্র-৩: চলমান কেন্টিন

চিত্র-৪: ক্রয়কৃত মালামাল একরুমে সংরক্ষিত

পরিদর্শনের অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকা হতে ফিরে আসার পথে ডিবিকেপি কার্যালয় (প্রকল্পের অফিস) পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পভুক্ত কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের বিষয়ে হাজিরা খাতা , শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, প্রশিক্ষণ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি যাচাই করা হয়। যা যথাযথভাবে সংরক্ষিত পাওয়া গেছে।

“বেসরকারি প্রচেষ্টায় আর্থ -সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা” অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুকূলে সরকারের ১৫৮৬.১০ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যাশী সংস্থার ৪০৮.০০ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ৮০% এবং ২০% প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ছিল। এ প্রাক্কলিত ব্যয় হতে সরকারি অর্থের ১৫৫২.০০ লক্ষ এবং প্রত্যাশী সংস্থার ৪০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের যথাক্রমে ৯৭.৮৮% এবং ৯৮%। একজন সরকারি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং প্র ত্যাশী সংস্থার সাথে Deed of Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এছাড়া প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। সরকারি ও প্রত্যাশী সংস্থার যৌথ একাউন্টে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক।

ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য: জিওবি অর্থে বাস্তবায়িত ভবন নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্তকারে নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

(লক্ষ টাকায়)

TEC সভার তারিখ সদস্য সংখ্যা)	ইঞ্জিনিয়া	দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম,তারিখএবংসিপিটিইউ - এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রাপ্ত	নিরিক্ষিত	সর্বনিম্ন দরদাতা /প্রতিষ্ঠানের	চুক্তি মূল্য এবং ব্যয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
নির্মাণ কাজ ক্রয়									
১২/০২/২০১২ (৭ জন)	১৫০০.০০	০১/০১/২০১২	৩১/০১/২০১২	০১/০২/২০১২	দৈনিক সংবাদ ০২/০১/২০১২ The New Nation ০৩/০১/২০১২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	৬	১৪৯৮.৫	মেসার্স জেসিকা এন্টারপ্রাই	চুক্তিমূল্য: ১৪৯৮.৫০ ব্যয়: ১৪৯৮.৫০
যন্ত্রপাতি ক্রয়									
২৩/৭/২০১৪ (৬ জন)	৫৪.০০	০৮/০৭/২০১৪	২১/০৭/২০১৪	২২/০৭/২০১৪	দৈনিক সংবাদ ০২/০১/২০১২ The New Nation ০৩/০১/২০১২ সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	৩	৫৪.০০	মেসার্স	চুক্তিমূল্য: ৫৪.০০ ব্যয়: ৫৪.০০

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি**

প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৯২৮.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫২৮.৪৮ লক্ষ টাকা এবং ডিবিকেপি ৪০০.০০ লক্ষ টাকা), যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৬.৭১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	জিওবি (টাকা)	ডিবিকেপি		মোট	জিওবি (টাকা)	ডিবিকেপি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০১১-২০১২	৩৮৯.০০	১৭৬.০০	২১৩.০০	১৭৬.০০	৩৮৮.৯৯	১৭৫.৯৯	১৩.০০
২০১২-২০১৩	৯২২.৫০	৯০০.০০	২২.৫০	৯০০.০০	৮৯৮.৪৯	৮৭৫.৯৯	২২.৫০
২০১৩-২০১৪	৪৪৫.০০	৪২২.৫০	২২.৫০	৪২২.৫০	৪৪৫.০০	৪২২.৫০	২২.৫০
২০১৪-২০১৫	১৯৬.০০	৫৪.০০	১৪২.০০	৫৪.০০	১৯৬.০০	৫৪.০০	১৪২.০০
মোট ঃ	**১৯৫২.৫০**	**১৫৫২.৫০**	**৪০০.০০**	**১৫৫২.৫০**	**১৯২৮.৪৮**	**১৫২৮.৪৮**	**৪০০.০০**

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদে সংশোধিত এডিপি'র মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১৯৫২.৫০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৫৫২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ডিবিকেপি ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। সংস্থাকৃত জিওবি অর্থের

১৫৫২.৫০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় করা হয়েছে যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫২৮.৪৮ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত অতিরিক্ত ২৪.০২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করা হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** অনুমোদিত প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে মো: মেজবাউল আলম, উপ-সচিব প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত এবং মো : এবিএম শফিকুল হায়দার, উপ-প্রধান ৩০/০১/২০১৩ হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	প্রস্তাবিত সেফ হোমের মাধ্যমে প্রতি বছর ২০০ জন বৃদ্ধ মহিলা ও ৩০০ জন বৃদ্ধ পুরুষকে নিরাপদ আবাসন হিসেবে পুনর্বাসন করা;	(ক)	পরিদর্শনে দেখা যায় যে , বৃদ্ধদের আবাসনের জন্য ঢাকার অদূরে খোলামেলা পরিবেশে আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সংস্থার চেয়ারম্যান জানান যে, বহি:বিভাগ ব্যবস্থাপনায় বৃদ্ধ পুরুষ/মহিলাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, থেরাপী, চেক-আপ ইত্যাদি সেবা প্র দান করা হবে। প্রচার-প্রচারণা বাড়িয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। নির্মিত ভবনে প্রায় ২০০ জন মহিলা ও ৩০০ জন বৃদ্ধকে নিরাপদ আবাসন হিসেবে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে মর্মে জানানো হয়। প্রকল্পের বাস্তবা য়নোত্তর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে।
(খ)	বাস্তব চাহিদা সম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা দ্বারা প্রতিবছর বঞ্চিত ৭০০ জন সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে কারিগরি এবং চাহিদানুগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	(খ)	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কর্মসূচী অংগের আওতায় ৪টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি একটি চলমান কাজ। প্রকল্পের আওতায় সামাজিক প্রতিবন্ধিদের প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
(গ)	পুনর্বাসন কেন্দ্রে বহুবিধ উৎপাদন পদ্ধতি অর্থাৎ গরু পালন , মৌমাছি পালন, ক্ষুদ্র পোল্ট্রি , ছাদে বাগান তৈরী, হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন পাখির পালন চালুকরণ, যার দ্বারা নিবাসীগণকে কর্মব্যস্ত ও প্রাণচঞ্চল রাখা হবে;	(গ)	প্রকল্পটি মাত্র শেষ হওয়ায় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। তবে এ উদ্দেশ্যের সকল প্রশিক্ষণ বিশেষত: গরু পালন , মৌমাছি পালন , পোল্ট্রি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কেবল চাহিদার প্রেক্ষিতে দেয়া হবে মর্মে জানান।
(ঘ)	সামাজিক প্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়েদের পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে মানসম্মানসহ বসবাসের উপযোগী করা;	(ঘ)	প্রকল্পটি সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে।
(ঙ)	বৈষম্য সহিংসতা দূর করে সামাজিক শৃংখলা উন্নয়ন করার জন্য জেন্ডার ইক্যুইটি উন্নয়ন ও কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং	(ঙ)	এ পর্যায়ে উদ্দেশ্যটির অর্জন সম্ভব নয়। ভবি ষ্যতে প্রভাব মূল্যায়নে উদ্দেশ্যটির অর্জন বুঝা যাবে।
(চ)	দু:স্থ বৃদ্ধগণ এবং সামাজিক প্রতিবন্ধীগণের জন্য নুন্যতম ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।	(চ)	প্রবীণ নিবাসে খুব স্বল্প মূল্যে থাকা , খাওয়া বিনোদনের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে পুরোপুরি চালু হলে ৩০% সেবা বিনামূল্যে দেয়া হবে মর্মে জানানো হয়।

১৪। **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:**

(ক) **প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট নয়:** প্রকল্পের মূল কাজ প্রবীণ নিবাস এবং সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী কিশোরীদের পুনর্বাসন , যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ। তবে পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি পালন, পাখি পালন ইত্যাদি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত নয়। এছাড়া এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রবীণ নিবাসের পাশাপাশি রাখা কোনক্রমেই যৌক্তিক নয়;

(খ) **টাইম ওভার-রান এন্ড কস্ট ওভার -রান না হওয়া :** প্রকল্পটি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (১৯৯৪.১০ লক্ষ টাকা) এবং মেয়াদকালের (জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪) মধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে। যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় একটি বড় অর্জন;

(গ) **প্রবীণ নিবাসে আবাসন সুবিধা/সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধি মেয়েদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রচারপ্রচারণা বৃহৎ পরিসরে শুরু না করা:** প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রবীণ নিবাস একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে এ বিষয়ে এখনও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা নেই;

(ঘ) **নির্মিত প্রবীণ নিবাসের সম্মুখে সিটিজেন চার্টার না থাকা :** সদ্য নির্মিত প্রবীণ নিবাস ও পুনর্বাস ন কেন্দ্রের সম্মুখে এখনও কোন সিটিজেন চার্টার নেই; এবং

(ঙ) **ফিজিওথেরাপিসহ সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃদ্ধদের পরিচর্যার সুবিধাদির অভাব** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ কেবল শেষ হলো। Old Home-কে কার্যকরী করার লক্ষ্যে ফিজিওথেরাপিসহ সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃদ্ধদের পরিচর্যার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেয়ার টেকার সুবিধা এখনও সৃষ্টি করা হয়নি।

১৫। **<u>সুপারিশ:</u>**

১৫.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণকালে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর কার্যক্রম বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক বৃদ্ধদের আবাসন সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.২ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির যথাযথ ব্যবহারের স্বার্থে প্রবীণ নিবাস ও বিভিন্ন ট্রেডে ম হিলাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকা, লিফলেট, প্রয়োজনে জাতীয় পত্রিকা, রেডিও/টিভিতে এর প্রচারণা করা যেতে পারে;

১৫.৩ নির্মিত প্রবীণ নিবাস/পুনর্বাসন কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা ভবনের সামনে ঝুলাতে হবে। এছাড়া সরকারি অর্থে এ স্থাপনাটি নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখসহ ৩০% গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান বিষয়ে সকলের দৃষ্টিগোচরে সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে;

১৫.৪ সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা প্রবীণ নিবাসে আশ্রিত বৃদ্ধদের জন্য সার্বক্ষণিক কেয়ার টেকার এর সুযোগ এবং প্রবীণ নিবাস সংলগ্ন ডিবিকেপি-কমিউনিটি হসপিটাল এর সহযোগিতায় সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চি তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় অসম্পন্ন External Audit দ্রুত সম্পন্ন করে এর প্রতিবেদন আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৫.৬ ১৫.১ হতে ১৫.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ২ মাসের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

কমিউনিটি হেলথ ও হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়)শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** : রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা

২। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ, পাবনা

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৭২৩.৫৯ ১৩০৬.৬৯ (৪১৬.৯০)	--	১৬৫০.৮৫ ১২৪২.৩১ (৪০৮.৫৪)	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	--	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫*	--	১ বছর (৩১.৫৮%)

* ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১	জনবলের বেতন	জন	৮	-	২৯.৪০	২৯.৪০	৮	-	৪২.২৪	৪২.২৪
২	কনসালটেন্সি ফি	সংখ্যা	১	-	৫.০০	৫.০০	১	-	৫.০০	৫.০০
৩	বিবিধ খরচ	থোক	-	১০.০০	-	১০.০০	-	১০.০০	-	১০.০০
৪	ভূমি ক্রয়	কাঠা	৬০	-	২৫২.২০	২৫২.২০	৬০	-	২৫২.২০	২৫২.২০
৫	ভূমি উন্নয়ন	কাঠা	৪০	-	১০.০০	১০.০০	৪০	-	১০.০০	১০.০০
৬	মেডিকেল যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	সর-৭৩ সং-৩৭	১৩৪.৯৭	৩৮.১০	১৭৩.০৭	সর-৫৮ সং-৩৭	১৩৪.৭৯	৩৮.১০	১৭৩.৮৯
৭	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬১০	৪০.৬৪	-	৪০.৬৪	৬১০	৩৯.৩৭	-	৩৯.৩৭
৮	যানবাহন (এ্যাম্বুলেন্স)	সংখ্যা	১	-	২৫.০০	২৫.০০	১	-	২৫.০০	২৫.০০
৯	নির্মাণ (৮তলা ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ)	বঃমিঃ	৪২৭৪	৯২৮.৮৬	-	৯২৮.৮৬	৪২৭৪	৯২৮.২৫	-	৯২৮.২৫
১০	আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরা হের জন্য কূপ সংস্কার ও পুনঃখনন	সংখ্যা	৬১	-	৩৬.০০	৩৬.০০	৬১	-	৩৬.০০	৩৬.০০
১১	রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট	গ্যালন	২০০০০	-	২.০০	২.০০	-	-	-	-
১২	সাব-স্টেশন ও জেনারেটর	সেট	২	১০০.০০	-	১০০.০০	২	১০০.০০	-	১০০.০০
১৩	লিফট	সংখ্যা	১	৩০.০০	-	৩০.০০	১	২৯.৯০	-	২৯.৯০
১৪	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	-	৩৭.৩৩	১১.৯৩	৪৯.২৬	-	-	-	-
১৫	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	থোক	-	২৪.৮৯	৭.২৭	৩২.১৬	-	-	-	-
	মোটঃ			**১৩০৬.৬৯**	**৪১৬.৯০**	**১৭২৩.৫৯**		**১২৪২.৩১**	**৪০৮.৫৪**	**১৬৫০.৮৫**

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: পিসিআর-এ সকল অংগের কাজ সম্পন্ন এবং অর্থ ব্যয় করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও পরিদর্শন সময় পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ভবনের সম্মুখের এপ্রোচ রোড, ভবনের ছাদে আরসিসি পানি ট্যাংক, লিফট স্থাপন কাজ অসম্পন্ন রয়েছে।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ **প্রকল্পের পটভূমি:** রাজধানী ও মফস্বল শহরে গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সমভাবে প্রদান একটি বিরাট সমস্যা। অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ রাজধানী কেন্দ্রিক বসবাসে আগ্রহী। সুতরাং তাদের জন্যই প্রধানতঃ স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রম রাজধানী কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। ফলে মফস্বল শহরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের সাধারণ জনগণ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধাদি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩০টি পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে আসছে। পাবনা জেলায় দরিদ্র জনগণকে হৃদরোগ বিষয়ক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য কোন হাসপাতাল না থাকায় এ অঞ্চলের জনগণ ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সাধারণতঃ হৃদরোগের ক্ষেত্রে রোগীদেরকে ঢাকায় এনে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ঢাকায় আনার সময় দীর্ঘ পথ ভ্রমণের ফলে অনেক রোগীই মারা যায়। এছাড়াও ঢাকায় এনে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় অনেকে ঢাকায় এসে চিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের জনগণকে উন্নতমানের হার্টের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার লক্ষ্যেই পাবনায় এ ধরনের একটি হার্ট হাসপাতাল গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকারের আর্থিক সহায়তায় যৌথভাবে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

(ক) ১ম পর্যায়ে ৭৫ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করা;
(খ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ক্রিনিং, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান;
(গ) আউটডোর, ইনডোর ও ইনডোরে হার্টের চিকিৎসা সুবিধাসহ অনুসন্ধান সুবিধা প্রদান;
(ঘ) ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
(ঙ) স্থানীয় জনগণের মধ্যে হার্টের অসুখ এবং আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা;
(চ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
(ছ) হৃদরোগ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা; এবং
(জ) কূপ খননের মাধ্যমে পাবনায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

৮.১ **প্রকল্প অনুমোদন:** প্রকল্পটির উপর ১৫/১২/২০১০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মোট ১৭২৩.৫৯ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৩০৬.৬৯ লক্ষ টাকা, প্রত্যাশী সংস্থা- ৪১৬.৯০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/০৩/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:** প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পের প্রধান অংগ ৮ তলা ভিতের উপর ৪২৭৪ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করতে বিলম্ব হয়েছে। পরবর্তীতে নির্ধা রিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় এবং ভবনের বিদ্যুৎ সংযোগসহ আসবাবপত্র, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয়ের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা	(টাকা)	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৩০০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	-
২০১২-২০১৩	৩৫৩.০০	৩৫৩.০০	-	৩৫৩.০০	৩৫৩.০০	৩৫৩.০০	-
২০১৩-২০১৪	৪৭৭.৮৬	৪৭৭.৮৬	-	৪৭৭.৮৬	৪৭৬.৩১	৪৭৬.৩১	-
২০১৪-২০১৫	১১৩.০০	১১৩.০০	-	১১৩.০০	১১৩.০০	১১৩.০০	-
মোট:	**১২৪৩.৮৬**	**১২৪৩.৮৬**	**-**	**১২৪৩.৮৬**	**১২৪২.৩১**	**১২৪২.৩১**	**-**

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব ফজলুল হক উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা	২৫/০৪/২০১১	০৪/০৫/২০১২
০২	জনাব মোঃ আবেদ করিম উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা	০৫/০৫/২০১২	০২/০১/২০১৪
০৩	জনাব মোঃ আব্দুল মোমেন উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা	০৯/০৫/২০১৪	৩০/০৬/২০১৫

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) ৮ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা (৪২৭৪ বর্গমিটার) কমিউনিটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণ;
(খ) ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়;
(গ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়;
(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয়;
(ঙ) লিফট স্থাপন; এবং
(চ) সাব-স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন।

১২। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য;
(গ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(ঙ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১৩। প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পিসিআর প্রাপ্তির পর আইএমইডি কর্তৃক গত ১১/০৩/২০১৬ তারিখে পাবনা সদর উপজেলার বাইপাস রোডে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমিউনিটি ও হার্ট হাসপাতাল সরেজমিনে পরিদর্শন এবং ১৬/০৪/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত নথি পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ কমিউনিটি হাপাতালে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের ব্যয়ের বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১৩.১ **হাসপাতাল ভবন নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় ৮ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯২৮.৮৬ লক্ষ টাকার (জিওবি) সংস্থান ছিল। পিসিআর অনুযায়ী ভবন নির্মাণে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৯২৮.২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তবে নির্মাণ অংগে ১০৫৭.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ খাতে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ সংস্থার নিজস্ব অর্থ থেকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ অতিরিক্তি কাজের জন্য জিওবি খাতের অর্থ ব্যয় হয়নি।

চিত্র- ১: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পাবনা কমিউনিটি ও হার্ট হাসপাতাল।

১৩.২ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি খাতে জিওবি- ১৩৪.৯৭ লক্ষ টাকায় ৭৩টি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৩৮.১০ লক্ষ টাকায় ৩৭টি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জিওবি খাতে ১৩৪.৭৯ লক্ষ টাকায় ৫৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে অর্থাৎ জিওবি খাতের পুরোপুরি অর্থ ব্যয় করা হলেও ১৫টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি কম ক্রয় করা হয়েছে। অপরদিকে, পিসিআর-এ সংস্থার নিজস্ব অর্থ ৩৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও উক্ত অর্থ ব্যয়ে কি কি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানাতে পারেননি।

চিত্র- ২: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মেডিকেল যন্ত্রপাতি।

চিত্র- ৩: প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্র।

১৩.৩ **আসবাবপত্র ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের ব্যবহারের জন্য জিওবি অর্থে ৪০.৬৪ লক্ষ টাকায় ৬১০টি আসবাবপত্র ক্রয়ের বিপরীতে ৩৯.৩৭ লক্ষ টাকায় সবগুলো আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ সকল আসবাবপত্র হাসপাতালে রাখা হলেও হাসপাতাল চালু না হওয়ায় এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে না।

১৩.৪ **সাব-স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জিওবি অর্থে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে। ডিজাইনে উল্লেখ না থাকলেও ফায়ার সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিভাগের পরামর্শক্রমে সাব-স্টেশন ও জেনারেটর হাসপাতাল ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.৫ **যানবাহন:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে রোগী যাতায়াতের জন্য সংস্থার নিজস্ব অর্থে ২৫.০০ লক্ষ টাকায় ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে এ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। এ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে উপস্থিত প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার কর্মকর্তাগণ জানান।

১৩.৬ **আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য কূপ সংস্কার ও পুনঃখনন:** প্রকল্পের আওতায় আর্সেনিক প্রবণ এলাকা হিসেবে পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৬১টি পুরাতন ইন্দিরা পুনঃখনন ও টিউবওয়েলসহ নতুন কূয়া স্থাপনের জন্য ডিপিপিতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা (সংস্থার নিজস্ব অর্থ) সংস্থান ছিল। পিসিআরে এ খাতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো

হলেও উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি/দলিলপত্র পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি দেখাতে পারেননি।

১৪। প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা:

১৪.১ **নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের আওতায় ৮ তলা ভীত বিশিষ্ট ৩ তলা কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৯২৮.৮৬ লক্ষ টাকার (জিওবি) সংস্থান ছিল। ভবন নির্মাণের আওতায় ভৌত নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ও বিদ্যুতায়ন , বহিঃবিদ্যুৎ, ছাদে আরসিসি পানির ট্যাংক , গ্যাস সংযোগ, ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণাগার , বাউন্ডারী ওয়াল সংযুক্ত ছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দি ইনডিপেনডেন্ট ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ৩১/০১/২০১২ তারিখে এবং সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ১৫/০২/২০১২ এবং উক্ত তা রিখেই দরপত্র খোলা হয়। মোট ৫টি দরপত্র জমা পড়ে, তন্মধ্যে ১টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ১১/০৩/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সকল দরপত্র মূল্যায়ন করে মেসার্স এ্যারিয়ান বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স -এর দর অন্যান্য দরদাতাদের থেকে সর্বনিম্ন হওয়ায় দরপত্র অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৮/০৪/২০১২ তারিখে দরপত্র অনুমোদন করেন। ১৯/০৪/২০১২ তারিখে NOA প্রদান করা হয়। ০৭/০৫/২০১২ তারিখে নির্বাচিত **ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ১০৫৭.০৬ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।** নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় ২৭/০৫/২০১২ তারিখে। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির জন্য জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়নি এবং পরিদর্শন সময়েও (১১/০৩/১৬) দেখা যায় কিছু নির্মাণ কাজ বাকি রয়েছে। ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১০৫৭.০৬ লক্ষ টাকা, যা ডিপিপি'তে এ খাতে সংস্থানকৃত অর্থ (৯২৮.৮৬ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা ১৩.৮০% বেশি ছিল। ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা সর্বনিম্ন দরদাতার দর বেশি হওয়ায় টিইসি কমিটির সদস্যগণ জানান, নির্মাণ খাতে অতিরিক্ত অর্থ জিওবি থেকে ব্যয় করা যাবে না , অতিরিক্ত অর্থ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করবে। ফলে নির্মাণ খাতে ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে মর্মে তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়।

১৫। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ১ম পর্যায়ে ৭৫ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করা;	পাবনা জেলা শহরের পাশে ৭৫ বেডের ৩ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে;
খ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ক্রিনিং , প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান;	হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও চিকিৎসা সেবা এখনো চালু করা হয়নি;
গ) আউটডোর, ইনডোর ও ইনডোরে হার্টের চিকিৎসা সুবিধাসহ অনুসন্ধান সুবিধা প্রদান;	হাসপাতাল চালু না হওয়ায় আউটডোর, ইনডোর ও ইনডোরে হার্টের চিকিৎসা সেবা শুরু করা হয়নি;
ঘ) ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	চিকিৎসা সেবা শুরু না হওয়ায় ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ৩০% দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত কোন সাইনবোর্ড হাসপাতালে লাগানো হয়নি;
ঙ) স্থানীয় জনগণের মধ্যে হার্টে র অসুখ এবং আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা;	স্থানীয় জনগণের মধ্যে হার্টের অসুখ এবং আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতামূলক কোন ওয়ার্কশপ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়নি;
চ) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;	প্রকল্প থেকে নির্মি ত পাবনা কমিউনিটি হাসপাতালে এখনো কোন ডাক্তার , নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগ করা হয়নি। তাই কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি;
ছ) হৃদরোগ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা; এবং	হৃদরোগ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এখনো কোন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা হয়নি; এবং

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
জ) কূপ খননের মাধ্যমে পাবনায় আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা।	আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থে পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৬১টি নলকূপ স্থাপনসহ কূয়া সংস্কার ও পুনঃখনন করা র কথা থাকলেও উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি/দলিলপত্র পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি দেখাতে পারেননি।

১৬। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

(ক) প্রকল্পের অর্জন:

১৬.১ **পাবনা জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় জনগণের জন্য বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণ:** পাবনা জেলা ও এর আশে-পাশের জেলার জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান , আউটডোর ও ইনডোর চিকিৎসা সেবা প্রদান , হার্টের অসুখ এবং আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবনা জেলা শহরের নূরুপুর স্থানে পাবনা-ঈশ্বরদী বাইপাস মহাসড়কের পাশে প্রকল্পের আওতায় ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট ৩ তলা কমিউনিটি হেলথ ও হার্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

(খ) সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৬.২ **হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ নকশা পরিবর্তন:** পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রদত্ত নকশা পরিবর্তন করে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে নিম্নরূপ ত্রুটিসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

- ভবনের অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে প্রবেশ পথের দিক পরিবর্তন করা হয়েছে;
- ৮ তলা ভীতের পরিবর্তে ১৪ তলা ভীত ফাউন্ডেশন করায় নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ভবনের ছাদে ৫০০০ গ্যালন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি পানির ট্যাংক নির্মাণ না করে ১০০০ লিটার পানি ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন অস্থায়ী ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিজাইন পরিবর্তন করে বাথরুমের জানালাগুলো অনেক বড় রাখা হয়েছে। ২য় ও ৩য় তলার ওয়ার্ডের বাথরুমের জানালায় পরিষ্কার গ্লাস লাগানো হয়েছে। অর্থাৎ ২/৩টি বাথরুমের বাইরের দু 'পাশে ইটের দেয়াল না করে পুরোটাই পরিষ্কার গ্লাস লাগানো হয়েছে। তয় তলায় লিফটের পাশে একটি বাথরুমের উপর ফলস ছাদ না দিয়ে উপর দিক উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

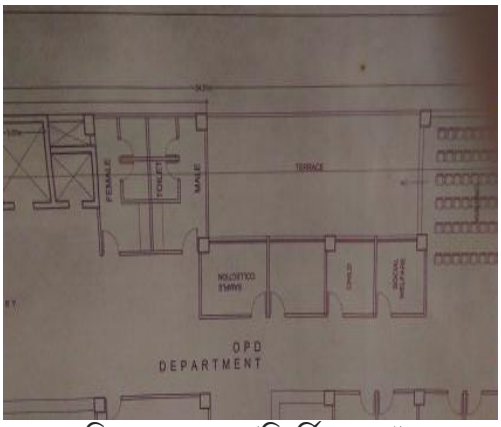

চিত্র- ৪: ভবনের পরিবর্তিত নকশা।

চিত্র- ৫: হাসপাতাল ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় ডি জাইন পরিবর্তন করে বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাথরুমের দু'পাশে পরিষ্কার গ্লাস বসানো হয়েছে।

চিত্র- ৬: হাসপাতাল ভবনের নীচতলায় বাথরুমের উপরে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

১৬.৩ **দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির একজন বহিঃসদস্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী :** এ প্রকল্পের নির্মা ণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ৭ জন সদস্যের মধ্যে বাইরের ২ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন বহিঃসদস্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী। **দরপত্র মূল্যায়ন কাগজপত্রে তাঁর পদবী কোথাও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অবঃ) এবং কোথাও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উল্লেখ করেছেন।** অর্থাৎ তিনি কোথাও চাকরিতে এবং কোথাও অবসর উল্লেখ করেছেন (অনুচ্ছেদ ১৬.৪ এ প্রদর্শিত তথ্য চিত্র)। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কমিটি। সরকারের কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন অনেকগুলো বিভাগ /অধিদপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৌশলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাইলে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি;

পিপিআর অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান থাকলেও মেডিকেল ও ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়, সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ক্রয়, লিফট ক্রয়ের জন্য গঠিত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ১ জন বহিঃসদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যিনি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধু রী। মেডিকেল ও ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরিবর্তে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে বহিঃসদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে দরপত্র মূল্যায়ন করার পদ্ধতিটি যথাযথ ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। কমিটির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মস্থল নিশ্চিত করে কমিটি গঠন করা সঙ্গত ছিল।

১৬.৪

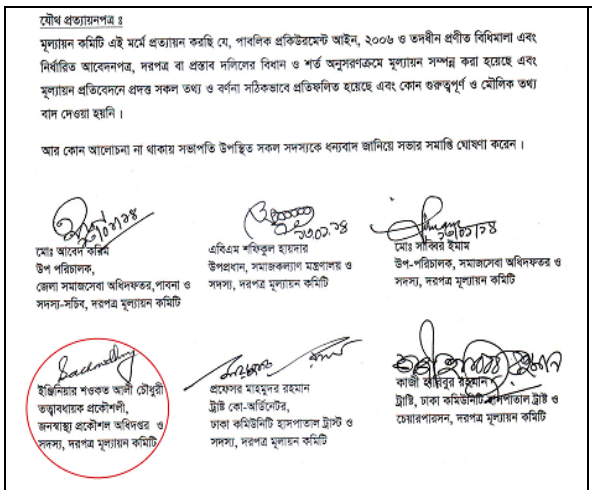

যৌথ প্রত্যায়নপত্র ঃ

মূল্যায়ন কমিটি এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবেদ করিম
উপ পরিচালক,
জেলা সমাজসেবা অধিদফতর,পাবনা ও
সদস্য-সচিব, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

এবিএম শফিকুল হায়দার
উপপ্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

মোঃ সাব্বির ইমাম
উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

প্রফেসর মাহমুদুর রহমান
ট্রাষ্টি কো-অর্ডিনেটর,
ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাস্ট ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

কাজী হাবিবুর রহমান
ট্রাষ্টি, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাষ্ট ও
চেয়ারপারসন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

চিত্র- ৭: দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির বহিঃসদস্য প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত হয়েও স্বাক্ষরের নীচে পদবীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী উল্লেখ করেছেন।

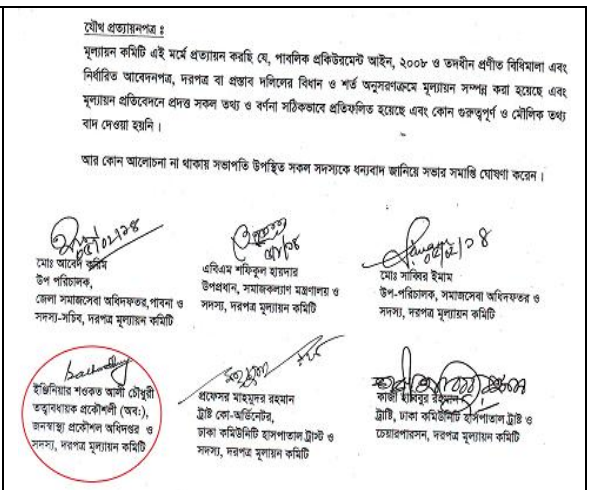

যৌথ প্রত্যায়নপত্র ঃ

মূল্যায়ন কমিটি এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৮ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্ত অনুসরণক্রমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সকল তথ্য ও বর্ণনা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আবেদ করিম
উপ পরিচালক,
জেলা সমাজসেবা অধিদফতর,পাবনা ও
সদস্য-সচিব, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

এবিএম শফিকুল হায়দার
উপপ্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

মোঃ সাব্বির ইমাম
উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অব:),
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

প্রফেসর মাহমুদুর রহমান
ট্রাষ্ট কো-অর্ডিনেটর,
ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাস্ট ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

কাজী হাবিবুর রহমান
ট্রাষ্টি, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ট্রাষ্ট ও
চেয়ারপারসন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

চিত্র- ৮: দরপত্র মু ল্যায়ন কমিটির বহিঃসদস্য প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী চৌধুরী স্বাক্ষরের নীচে পদবীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকোশলী(অবঃ) উল্লেখ করেছেন।

১৬.৫ **সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় না করা:** ডিপিপিতে মেডিকেল যন্ত্রপাতি খাতে জিওবি অর্থে ১৩৪.৯৭ লক্ষ টাকায় ৭৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হলে জিওবি অর্থে ক্রয়ের জন্য ৭৩টি যন্ত্রপাতির দরপত্রের দর ২২৯.৮২ লক্ষ টাকা দাখিল করা হয় অর্থাৎ ডিপিপি মূল্য অপেক্ষা ৯৪.৮৫ লক্ষ টাকা (৭০.২৭%) বেশি। ফলে যন্ত্রপাতির বাজারমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে পিপিআর ২০০৮ সালের বিধি ৯৮ উপ-বিধি ২৫ অনুসরণে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যপ্তি হ্রাস করে ডিপিপি সংস্থানকৃত অর্থে (১৩৪.৭৯ লক্ষ টাকা) ৭৩টির স্থলে ৫৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে ক্রয়ের ব্যপ্তি হ্রাস করা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। অপরদিকে, পিসিআর-এ সংস্থার নিজস্ব অর্থ ৩৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও উক্ত অর্থ ব্যয়ে কি কি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানাতে পারেননি।

১৬.৬ **নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত না করাঃ** পিসিআর-এ প্রকল্পের নির্মাণ অংগের সকল অর্থ ব্যয় এবং বাস্তব কাজ ১০০% উল্লেখ করা হলেও জুন ২০১৫-এ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৮ মাস পরও পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভবনের নিম্নবর্ণিত কাজ বাকি রয়েছেঃ

- ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন টানা ও সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক ফ্যান লাগানো কাজ সমাপ্ত হয়নি;
- হাসপাতাল ভবনের বিদ্যুৎ লোড অনুযায়ী বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ নেয়া হয়নি;
- বেইজমেন্টের ফিনিশিং কাজ বাকি রয়েছে;
- লিফট স্থাপন করা হলেও ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে;
- ভবনের সামনের এপ্রোচ রোড কাজ বাকি রয়েছে;
- ভবনের অনেক স্থানে দেয়ালে প্লাস্টার এবং ফিনিশিং রং করা হয়নি;
- বাউন্ডারী ওয়ালের নির্মাণ কাজ মাত্র শুরু করা হয়েছে।

চিত্র- ৯: অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতের বোর্ডগুলো বসানো সম্পন্ন হয়নি।

চিত্র- ১০: ভবনের ভিতরের অনেক স্থানে প্লাস্টারসহ ফিনিশিং কাজ শেষ হয়নি।

চিত্র-১১: বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ মাত্র শুরু করা হয়েছে।

চিত্র- ১২: অধিকাংশ দেয়ালে প্লাস্টার ও ফিনিশিং কাজ বাকি রয়েছে।

চিত্র- ১৩: অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বসানো হয়নি।

১৬.৭ **<u>চিকিৎসা সেবা চালু না করা:</u>** প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতালে এখনো চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়নি। ডাক্তার, নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হওয়ায় চিকিৎসা সেবা চালু হয়নি মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়। ফলে হাসপাতালের জন্য ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও বেডগুলোর যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়নি;

১৬.৮ **প্রকল্প থেকে ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে সরবরাহ না করা :** হাসপাতালে রোগী দের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হলেও এখনো হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়নি। ফলে জরুরি ভিত্তিতে রোগী পরিবহন, ডাক্তার আসা-যাওয়া করতে অসুবিধা হচ্ছে;

১৬.৯ **আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য কূপ পুনঃখননের তথ্য না পাওয়াঃ** পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৬১টি স্থানে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপিপিতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকার (সংস্থার নিজস্ব) সংস্থানের বিপরীতে পিসিআর-এ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি ও প্রকল্প পরিচালকসহ পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার টাংবাড়ী গ্রামে একটি কূপ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত কূপের তত্ত্বাবধায়ক জনাব সোহরাব মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যগণ জানান , ২০০৩ সালে ঢাকা কমিউনিটি ট্রাস্টের উদ্যোগে এই কূপ খনন ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে এবং মাঝে মাঝে এ কূপগুলো ট্রাস্টের উদ্যোগে সংস্কার করে থাকে। তারা জানান , কূপের পানি তারা নিজেরা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পরিবার পান করেন। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্যক্রম সংস্কার/বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি/দলিলপত্র পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি দেখাতে পারেননি;

১৬.১০ **৩০% গরীব রোগীকে সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা:** "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা " অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে অথবা হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ কর্তৃক যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্র দান উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড নেই। হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম চালু না হওয়ায় গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার বিষয়টি জানা সম্ভব হয়নি।

১৭। সুপারিশ:

১৭.১ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত হাসপাতাল ভবনের নকশা পরিবর্তন ও ৮ তলা ফাউন্ডেশনের পরিবর্তে ১৩.৮০% ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক ১৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে (অনুচ্ছেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য);

১৭.২ প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে দরপত্র মূল্যায়ন করা এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত ক র্মকর্তাকে বহিঃসদস্য রাখার বিষয়টি সরকারি ক্রয় আইন -এর লংঘন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি খতিয়ে দেখবে (অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য);

১৭.৩ ডিপিপি সংস্থানকৃত জিওবি অর্থের মেডিকেল যন্ত্রপাতি কেন কম ক্রয় করা হয়েছে, মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে তা অবহিত করবে। সেই সাথে ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতিসমূহ দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪ দ্রষ্টব্য);

১৭.৪ জুন ২০১৫-এ প্রকল্প কার্যক্রম ১০০% সমাপ্ত দেখানো এবং ব্যয় ১০০% প্রদান দেখানোর ৮ মাস পরও অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, বাউন্ডারী ওয়াল, ভবনের সম্মুখের এপ্রোচ রোড, ভবনের ছাদে আরসিসি পানির ট্যাংক, লিফট স্থাপন কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত না হওয়া এবং পিসিআর-এ সকল অংগের ব্যয় প্রদর্শন করা পিপিএ-২০০৬ ও আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখে আইএমইডিকে তা অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৫ দ্রষ্টব্য);

১৭.৫ হাসপাতালের সমুদয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে চিকিৎসা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত আসবাবপত্র, হাসপাতাল বেড ও মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল মেডিকেল যন্ত্রপাতি দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ/স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৬ দ্রষ্টব্য);

১৭.৬ জনবল নিয়োগের অভাবে হাসপাতালটি চালু করা যাচ্ছে না ফলে সরকারের ব্যয়কৃত অর্থের উপযোগীতা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ /সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহ ণ প্রয়োজন ছিল। যার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির সাথে সাথে হাসপাতাল কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হতো। এখন প্রকল্পটি জুন ২০১৫ তে সমাপ্তির ১ বছর পরও জনবল নিয়োগ বা হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হচ্ছে না কিংবা আরো কত দিন প্রয়োজন হবে তাও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। জনবল নিয়ো গে এহেন বিলম্ব প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কর্মপরিকল্পনা ও তদানুযায়ী

কার্যক্রম গ্রহণে অবহেলার সামিল। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় /সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৭ হাসপাতালে রোগীদের জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্সটি যথাশীঘ্র পাবনা কমিউনিটি হাসপাতালে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৭ দ্রষ্টব্য);

১৭.৮ আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য কূপ পুনঃখনন খাতে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুকূলে কার্যক্রম গ্রহণকৃত কূপসমূহের ব্যয়ের পরিমাণ, স্থাপনের তারিখসহ একটি তালিকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগ্রহপূর্বক আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৮ দ্রষ্টব্য);

১৭.৯ হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ কর্তৃক যৌথভাবে নির্মিত হাসপাতাল এবং ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয় উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড দ্রুত স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৯ দ্রষ্টব্য);

১৭.১০ ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং তা একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে এবং কম্পিউটার ডাটাবেইজে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা জানা সম্ভব হয়;

১৭.১১ ১৭.১ থেকে ১৭.১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণাল য় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।

Vertical Extension of Sylhet Diabetic Hospital শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের অবস্থান : পুরানলেন, জিন্দাবাজার, সিলেট সদর, সিলেট

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সিলেট ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন (এসডিএ)

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
৫৯৬.৮১ ৩৪৪.৯৪ (২৫১.৮৭)	--	৩৫১.৬২ ২০৩.২৪ (১৪৮.৩৮)	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	--	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫	--	--

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বা স্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১	জনবলের বেতন-ভাতাদি	জন	৫	-	১১.১০	১১.১০	-	-	-	-
২	মেডিকেল যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬৮	২২৯.৭০	১৬০.৭৪	৩৯০.৪৪	৬৮	১৭৯.২৪	১৩০.৮৮	৩১০.১২
৩	অক্সিজেন পাইপ লাইন	থোক	থোক	২৪.৯৪	১৬.৬৩	৪১.৫৭	থোক	২৩.৯৯	১৭.৫১	৪১.৫০
৪	নির্মাণ ব্যয়	বঃমিঃ	৭২৪.৯১	৮৩.৫৪	৫৮.৪৬	১৪২.০০	-	-	-	-
৫	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (১%)	থোক	-	৩.৩৮	২.৪৭	৫.৮৫	-	-	-	-
৬	প্রাইস কনটিনজেন্সি (১%)	থোক	-	৩.৩৮	২.৪৭	৫.৮৫	-	-	-	-
	মোটঃ			**৩৪৪.৯৪**	**২৫১.৮৭**	**৫৯৬.৮১**		**২০৩.২৩**	**১৪৮.৩৯**	**৩৫১.৬২**

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ:** এ প্রকল্পের আওতায় ৪র্থ তলার উপর ৫ম তলার অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার সংস্থান ডিপিপিতে উল্লেখ থাকলেও বিদ্যমান ভবনের অবকাঠামো নকশা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে এবং কারিগরি দিক বিবেচনায় গণপূর্ত বিভাগ হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে সম্মত হয়নি। ফলে প্রকল্প থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়নি। অপরদিকে, অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়নি এবং জনবলের বেতন-ভাতা খাতে ১১.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ **প্রকল্পের পটভূমি:** ডায়াবেটিস একটি বিপাক জনিত রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামের হরমোনের সম্পূর্ণ বা আপেক্ষিক ঘাটতির কারণে বিপাক জনিত গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে ডায়াবেটিস বলে। ডায়াবেটিস কোন ছোঁয়াছে বা সংক্রামক রোগ নয়। সময়মত পরিচর্যার অভাবে ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ না করার জন্য এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের হৃদরোগ, কিডনী, চর্মরোগ ও চোখের অন্যান্য জটিল রোগ হতে পারে। ফলে অনেক ডায়াবেটিক রোগী ক্রমে কর্মদক্ষহীন হয়ে মারা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক জীবন চালনা করলে ডায়াবেটিক রোগীরাও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। ১৯৮৫ সালে সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ হাসপাতালের মাধ্যমে সিলেট জেলার ডায়াবেটিক রোগীদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু হাসপাতাল ভবনে পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ল্যাব, ইনডোর, আউটডোর,

ডাক্তারদের কক্ষ, নার্সদের কক্ষ সংকুলান না হওয়ায় হাসপাতাল ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালের বিদ্যমান ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার নির্মাণ ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) ডায়াবেটিসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;
খ) নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপনের জন্য ডায়াবেটিক রোগীদের পর্যাপ্ত পরামর্শ দেয়া;
গ) ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের মেডিক্যাল, সামাজিক ও উপদেশ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা;
ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া;
ঙ) কমপক্ষে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
চ) চিকিৎসক, নার্সেস, টেকনিশিয়ান ও প্যারামেডিকসদের প্রশিক্ষণ দেয়া; এবং
ছ) মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন : প্রকল্পটির উপর ১০/০৬/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি মোট ৫৯৬.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৩৪৪.৯৪ লক্ষ টাকা, সিলেট ডায়াবেটিক সমিতি- ২৫১.৮৭ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্য য়ে জুলাই, ২০১ ৩ থেকে জুন, ২০১ ৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০ /১০/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা		মোট	টাকা	সংস্থা
২০১৩-২০১৪	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	-
২০১৪-২০১৫	২০৪.০০	২০৪.০০	-	২০৪.০০	১৫৩.২৩	১৫৩.২৩	-
মোট:	**২৫৪.০০**	**২৫৪.০০**	**-**	**২৫৪.০০**	**২০৩.২৩**	**২০৩.২৩**	**-**

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল	
০১	জনাব মোঃ আবুল কালাম, উপ-পরিচালক	২৪/১১/২০১৩	০৯/০২/২০১৫
০২	জনাব নিবাস রঞ্জন দাস, সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ)	১৫/০৩/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫

১১। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি 'র পর্যবেক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা;
(খ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;
(গ) প্রকল্পের আওতায় জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অর্থায়নে সম্পাদিত দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা; এবং
(ঘ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রত্যাশী সংস্থার বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(ক) বিদ্যমান ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ;
(খ) মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়; এবং
(গ) অক্সিজেন পাইপ লাইন স্থাপন।

১৩। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ : প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন , প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংগের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

(ক) যেসব অঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ

১৩.১ **মেডিকেল যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্প থেকে সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালের জন্য ৬৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৩৯০.৪৪ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২২৯.৭০ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৬০.৭৪ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে ৩১০.১২ লক্ষ টাকায় (জিওবি- ১৭৯.২৪ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৩০.৮৮ লক্ষ টাকা) ৬৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিপিপি সংস্থান অপেক্ষা দরপত্র মূল্য কম হওয়ায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ব্যয় কম হয়েছে। তবে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জিওবি ও সংস্থার অর্থ হারাহারি ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.২ **অক্সিজেন পাইপ লাইনঃ** ডিপিপিতে অক্সিজেন পাইপ লাইন স্থাপন বাবদ ৪১.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২৪.৯৪ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৬.৬৩ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে ৪১.৫০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২৩.৯৯ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ১৭.৫১ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা হয়েছে;

(ক) যেসব অঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়নিঃ

১৩.৩ **জনবলের বেতন-ভাতাদিঃ** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে সংস্থার অর্থে বিভিন্ন পদে ৫ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১.১০ লক্ষ টাকা সংস্থান থাকলেও কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি এবং অর্থ ব্যয় হয়নি;

১৩.৪ **নির্মাণ ব্যয়ঃ** সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিপিপিতে ১৪২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৩.৫৪ লক্ষ টাকা ও সংস্থা- ৫৮.৪৬ লক্ষ টাকা) সংস্থানের বিপরীতে নির্মাণ কাজ করা হয়নি এবং কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি;

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০৮/২০১৬ তারিখে সিলেট শহরের পুরানলেনে নির্মিত সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয় । পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি ও কর্তব্যরত চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

চক্ষু পরীক্ষার জন্য Micro Surgical YAG Laser Machine

৬টি Hemo Dialysis মেশিনসহ হাসপাতাল বেড

১৪.১ **মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপন:** প্রকল্পের আওতায় সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৬৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি মোট ৬টি লটে ক্রয় করা হয়। ১ম লটে চক্ষু বিভাগের যন্ত্রপাতি, ২য় লটে আইসিইউ-র যন্ত্রপাতি, ৩য় লটে সার্জারি বিভাগের যন্ত্রপাতি, ৪র্থ লটে গাইনী বিভাগের যন্ত্রপাতি, ৫ম লটে সেন্ট্রাল অক্সিজেন পাইপলাইন এবং ৬ষ্ঠ লটে ৬টি হেমোডায়ালাইসিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ে পিপিআর-২০০৮ যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। কার্যাদেশে বর্ণিত সময় অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেডিকেল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। পরিদর্শনকালে যন্ত্রপাতিগুলো অপারেশন থিয়েটার, ডায়ালাইসিস কক্ষ, চক্ষু চিকিৎসা কক্ষে রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে সিসিইউ চালু না হওয়ায় এবং ডাক্তারসহ জনবল নিয়োগ না হওয়ায় কিছু যন্ত্রপাতি এখনো হাসপাতালে ২টি কক্ষে মজুদ রাখা হয়েছে।

৩য় তলায় Anesthesia Machine, portable surgical light সহ মহিলাদের গাইনি অপারেশন থিয়েটার

সার্জারি বিভাগে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষে Patient Monitor

১৪.২ **অক্সিজেন পাইপ লাইন স্থাপন:** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনে রোগীদের চিকিৎসার জন্য অপারেশন থিয়েটার, ওয়ার্ড, কেবিন, সিসিইউ, আইসিইউ, ডায়ালাইসিস কক্ষসহ পুরো হাসপাতালে অক্সিজেন পাইপ লাইন সংযোগ করা হয়েছে। নীচতলার একটি কক্ষে অক্সিজেন কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা সচল দেখা গেছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন কক্ষ

প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত বিভিন্ন আইসিইউ যন্ত্রপাতি একটি কক্ষে মজুদ রাখা হয়েছে

১৫। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) ডায়াবেটিসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা;	ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে হাসপাতালের লবিতে একটি টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে;
খ) নিয়মতান্ত্রিক জীবন -যাপনের জন্য ডায়াবেটিক রোগীদে র পর্যাপ্ত পরামর্শ দেয়া;	ডায়াবেটিক রোগীদের খাবার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত ব্যায়াম সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে;
গ) ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের মেডিক্যাল, সামাজিক ও উপদেশ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা;	ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের মেডিক্যাল , সামাজিক ও উপদেশ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে;
ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া;	সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঙ) কমপক্ষে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	প্রকল্প সমাপ্তির পর জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত হাসপাতালে বিভিন্ন রোগের মোট ৯৩৮৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১৩৫২ জন গরীব রোগীকে (১৪.৪০%) বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ৩০% গরীব রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবে তা প্রতিপালন করা হয়নি। তাছাড়া ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করে কোন সাইনবোর্ড লাগানো হয়নি;
চ) চিকিৎসক, নার্সেস, টেকনিশিয়ান ও প্যারামেডিকসদের প্রশিক্ষণ দেয়া; এবং	১ জন ডাক্তার, ২ জন নার্স ও ১ জন টেকনিশিয়ানকে ডায়াবেটিস ও ডায়ালাইসিস বিষয়ে বারডেম থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
ছ) মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া।	মহিলা, শিশু ও বয়স্ক ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

১৬। প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ:

১৬.১ **ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন না করা :** প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতাল ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও নির্মাণ কাজ করা হয়নি। কারণ, প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রত্যাশী সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর হাসপাতাল ভবনের প্রকল্পের অর্থে ৫ম তলার ফিনিশিং কাজ ও ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু গণপূর্ত বিভাগ বিদ্যমান হাসপাতাল ভবনের অবকাঠামো নকশা যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কারিগরি দিক বিবেচনা করে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি এবং নির্মাণ খাতে ১৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়নি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রকল্পের ভৌত কাজের বিষয়টি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা সমীচীন ছিল।

১৬.২ **প্রকল্পে জনবল নিয়োগ না করাঃ** প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন পদে মোট ৫ জন (প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ জন, সহকারী পরিচালক-১ জন, কম্পিউটার অপারেটর-১ জন, হিসাবরক্ষক-১ জন, এমএলএসএস-১ জন) কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান থাকলেও উক্ত ৫টি পদে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বিঘ্নিত হয়। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সিলেট ডায়াবেটিক সমিতির জনবল দিয়ে পরিচালনা করা হয়।

১৬.৩ **৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান উল্লিখিত কোন সাইনবোর্ড না থাকা:** "বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পের সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের জন্য সংশোধিত নীতিমালা" অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রাক্কালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার সাথে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু বাস্তবে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৪.৪০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সিলেট ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এবং ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক কোন সাইনবোর্ড লক্ষ্য করা যায়নি;

১৬.৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হওয়াঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডায়াবেটিক রোগীসহ অন্যান্য রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ডায়াবেটিক হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সসহ সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ান নিয়োগের কোন সংস্থান নেই। বর্তমানে হাসপাতালটিতে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্স না থাকায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ না দেয়ায় হাসপাতালে সিসিইউ ও আইসিইউ চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে সিসিইউ ও আইসিইউ বিভাগের মূল্যবান মেডিকেল যন্ত্রপাতি বক্সেই মজুদ রাখা আছে। ফলে এসব যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

১৭.০ সুপারিশ:

১৭.১ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পূর্ত নির্মাণে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা পূর্বাহ্নেই উক্ত ভবনের নকশা, লে-আউট প্রভৃতি তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি গ্রহণকালেই এ সকল তথ্য সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা নিতে পারতো;

১৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার - নার্সসহ সংশ্লিষ্ট জনবল নিয়োগের বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রত্যাশী সংস্থা কে নির্দেশনা দিবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জনবল দ্রুত নিয়োগ দিয়ে হাসাপাতালটি চালুকরণের মাধ্যমে সংগ্রহকৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে না যায় (অনুচ্ছেদ ১৬.২ দ্রষ্টব্য);

১৭.৩ সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রত্যাশী সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণকারী ৩০% রোগীকে বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে হাসপাতালে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে রোগীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে পরবর্তীতে কেউ এ বিষয়ে কোন তথ্য জানতে চাইলে জানানো সম্ভব হয়। এছাড়া বিনামূল্যে ৩০% দরিদ্র রোগীদের সেবা প্রদানের বিষয়টি প্রচারের লক্ষ্যে হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সিলেট ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩ দ্রষ্টব্য);

১৭.৪ ১৭.১ থেকে ১৭.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিক নির্দেশনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে জানাতে হবে।